أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ ح)

www.motaher21.net

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُن

সহবাস হওয়ার আগেই তালাক দেয়া প্রসঙ্গ...

If you divorce them before consummation,

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৩৬

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হবে।সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের ওপর এটি একটি অধিকার।

২৩৬ নং আয়াতের তাফসীর:

সহবাস হওয়ার আগেই তালাক দেয়া প্রসঙ্গ

বিবাহ বন্ধনের পর সহবাসের পূর্বেও তালাক দেয়ার বৈধতার কথা বলা হচ্ছে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , তাউস (রহঃ) , ইবরাহীম নাখ ‘ঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এখানে مَسٌّ শব্দের অর্থ সহবাস। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-২/৮৩১) সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া, এমন কি মোহর নির্ধারিত না থাকলেও তালাক দেয়া বৈধ।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অর্থ প্রদান

তবে এতে স্ত্রীদের খুবই মনঃকষ্ট হবে বলে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের অবস্থা অনুপাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। কি পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে ‘আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে গোলাম ও নীচে হচ্ছে চাঁদী এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে কাপড়। অর্থাৎ ধনী হলে গোলাম ইত্যাদি তাকে প্রদান করবে। আর যদি গরীব হয় তবে কমপক্ষে তিন খানা কাপড় দিবে। শা ‘বী (রহঃ) বলেন যে, তার জন্য মধ্যম শ্রেণীর উপকারী বস্তু হবে জামা, দোপাট্টা, লেপ এবং চাদর। শুরাইহ্ (রহঃ) বলেন যে, পাঁচশ’ দিরহাম প্রদান করবে। ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন যে, গোলাম দিবে বা খাদ্য অথবা কাপড় দিবে। হাসান ইবনু ‘আলী (রাঃ) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ হাজার দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, এই প্রেমা¯পদের বিচ্ছেদের তুলনায় এটা অতি নগণ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর উক্তি এই যে, যদি এই উপকারী বস্তুর পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তবে তার বংশের নারীদের যে মোহর রয়েছে তার অধেক প্রদান করবে। ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) বলেনঃ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের ওপর স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। বরং কমপক্ষে যে জিনিসকে মাত ‘আ অর্থাৎ উপকারের বস্তু বা আসবাবপত্র বলা হয় সেটাই যথেষ্ট হবে। আমার মতে মাত ‘আর সর্বনিম্ন পরিমাণ তাই হবে যা পরিধান করে সালাত আদায় করলে জায়িয হয়ে থাকে। ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) -এর প্রথম উক্তি ছিলো এইঃ ‘এর সঠিক পরিমাণ আমার জানা নেই। কিন্তু আমার নিকট পছন্দনীয় এই যে, কমপক্ষে ত্রিশ দিরহাম দিতে হবে।’ এটা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে।

প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্ত নারীকেই কিছু না কিছু আসবাবপত্র দেয়া উচিত

শুধুমাত্র সহবাস করা হয়নি এরূপ নারীদেরকেই মাত ‘আ দিতে হবে না-কি প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু আসবাবপত্র দেয়া উচিত, এ সম্বন্ধে বহু উক্তি রয়েছে।

প্রথম উক্তিঃ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু আসবাবপত্র দেয়া উচিত। কেননা কুর’ আন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ ﴿وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾

‘তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাক্বীদের কর্তব্য।’ (২নংসূরাহআল-বাকারাহ, আয়াত-২৪১) এই আয়াতটি সাধারণ। সুতরাং প্রত্যেকের জন্যই এটা সাব্যস্ত হচ্ছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতটিও তাঁদের দালীলঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾

‘হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও-তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা করো, তাহলে এসো, তোমাদের ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই।’ (৩৩ নং সূরাহ আল আহযাব, আয়াত-২৮) সুতরাং এই সমুদয় সতী সাধ্বী নারী তাঁরাই ছিলেন যাদের মোহর নিধারিত ছিলো এবং যারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সহধর্মিণী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) -এরও উক্তি এটাই। এটাই ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) -এরও একটি উক্তি। কেউ কেউ তো বলেন যে, এটাই তার নতুন ও সঠিক উক্তি।

দ্বিতীয় উক্তিঃ ঐ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে আসবাবপত্র দেয়া কর্তব্য যার সাথে নির্জন ঘরে অবস্থান করা হয়েছে, যদিও তার জন্য মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে। যেমন কুর’ আনুল কারীমে রয়েছেঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾

‘হে মু’ মিনগণ! তোমরা যখন কোন মু’ মিন নারীকে বিবাহ করো, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদের তালাক দাও, তখন তাদের জন্য তোমাদের কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না, যা তোমরা অন্যক্ষেত্রের তালাকে গণনা করে থাকো। কাজেই কিছু সামগ্রী তাদের দাও। আর তাদের বিদায় দাও উত্তম বিদায়ে।’ (৩৩নং সূরাহ আল আহযাব, আয়াত-২৮) সা ‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) -এর উক্তি এই যে, সূরাহ আল আহযাবের এই আয়াতটি সূরাহ আল বাকারার এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইবনু সা ‘দ (রাঃ) এবং আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমাইমাহ বিনতি শুরাহ্বিল (রাঃ) -কে বিয়ে করেন। যখন তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সে তা পছন্দ করেনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আবূ উসাইদ (রাঃ) -কে আদেশ করেন যে, তিনি যেন ঐ মহিলাকে কিছু খাদ্য এবং দুই প্রস্থ কাপড় দিয়ে বিদায় করেন। (সহীহুল বুখারী-৯/২৬৯/৫২৫৬, ৫২৫৭, ফাতহুল বারী -৯/২৬৯)

তৃতীয় উক্তিঃ এই যে, শুধুমাত্র সেই অবস্থায় স্ত্রীকে মাত ‘আ দিতে হবে যখন তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্ধারিত না থাকবে। আর যদি সহবাস হয়ে যায়, তাহলে মোহর মিসাল অর্থাৎ তার বংশের স্ত্রী লোকদের জন্য যে মোহর ধার্য রয়েছে সেটাই দিতে হবে। আর এটা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যখন মোহর ধার্য করা থাকবে না। আর যদি ধার্য হয়ে থাকে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়, তবে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। কিন্তু যদি সহবাস হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুরো মোহরই দিতে হবে। আর এটাই মাত ‘ আর বিনিময় হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঐ বিপদগ্রস্ত স্ত্রীর জন্য মাত ‘আ রয়েছে যার সাথে সহবাসও হয়নি এবং মোহরও ধার্য করা হয়নি। ইবনু ‘উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) -এর উক্তি এটাই।

তবে কোন কোন ‘আলিম প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্ত নারীকেই কিছু না কিছু দেয়া মুস্তাহাব বলে থাকেন। কিন্তু যাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হবে এবং মোহর ধার্য করা থাকবে না তাদেরকে তো অবশ্যই দিতে হবে। ইতোপূর্বে সূরাহ আহযাবের যে আয়াতটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এটাই। এজন্যই এখানে এই নিদিষ্ট অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে, ধনী তার অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবে এবং গরীবও তার অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবে।

তালাকপ্রাপ্তা নারীকে কিছু সম্পদ দেয়া মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়

শা ‘বী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এই মাত ‘আ অর্থাৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করে না দিবে তাকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী থাকতে হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, নিজের ক্ষমতা অনুসারে দিতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র শপথ! এই ব্যাপারে কাউকেও দায়ী থাকতে হবে না। যদি এটা ওয়াজিব হতো তবে বিচারকগণ অবশ্যই এরূপ লোককে বন্দী করতেন। (সনদটি হাসান)

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৩৭

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তালাক দিয়ে দাও কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। স্ত্রী যদি নরম নীতি অবলম্বন করে, (এবং মোহরানা না নেয়) অথবা সেই ব্যক্তি নরম নীতি অবলম্বন করে, যার হাতে বিবাহ বন্ধন নিবদ্ধ (এবং সম্পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়) তাহলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) নরম নীতি অবলম্বন

করো। এ অবস্থায় এটি তাকওয়ার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক ব্যাপারে তোমরা উদারতা ও সহৃদয়তার নীতি ভুলে যেয়ো না।তোমাদের কার্যাবলী আল্লাহ দেখছেন।

২৩৭ নং আয়াতের তাফসীর:

সহবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোহরের অর্ধেক পাবে

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব আয়াতে যেসব নারীর জন্য 'মাত 'আ' নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো তারা শুধুমাত্র ঐসব নারী যাদের বর্ণনা ঐ আয়াতে ছিলো। কেননা এই আয়াতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, সহবাসের পূর্বে যখন তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্দিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। যদি এখানেও এই অর্ধেক মোহর ছাড়া কোন 'মাত 'আ' ওয়াজিব হতো তাহলে অবশ্যই তা বর্ণনা করা হতো। কেননা দু' টি আয়াতের দু' টি অবস্থাকে একের পর এক বর্ণনা করা হচ্ছে। এই আয়াতে বর্ণিত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে অর্ধ মোহরের ওপর 'আলিমগণের ইজমা ' হয়েছে। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্বামী মোহরের অর্ধেক টাকা প্রদান করবে। অতঃপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা বলেনঃ

إِلَّاأَنيَعْفُوْنَ এই অবস্থায় যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় তাদের অর্ধেক মোহর ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা ভিন্ন কথা। এই স্বামীর সবই ক্ষমা হয়ে যাবে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'সায়্যেবা' অর্থাৎ যার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে।' (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৮৩৯) এ ছাড়া ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাতিম বলেন যে, শুরাইহ্ (রহঃ) , সা 'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , শা 'বী (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , নাফী ' (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , জাবির ইবনু যায়দ (রহঃ) , 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) , যাহ্হাক (রহঃ) , যুহরী (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) , ইবনু সীরীন (রহঃ) , রাবী ' ইবনু আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) -ও, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম২/৮৪০-৮৪২)

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন, 'অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করবে যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। 'আলী (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'এর দ্বারা কি স্ত্রীদের অভিভাবকগণকে বুঝানো হয়েছে?' তিনি বলেনঃ 'না, বরং এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে।' (তাফসীর তাবারী -৫/১৫৭/৫৩৫৫, সুনান দারাকুতনী-৩/২৭৯/১২৮, সুনান বায়হাক্বী-৭/২৫১, ২৫৬, আল মাজামাউযযাওয়ায়িদ-৬/৩২০) আরো বহু মুফাস্সির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বিয়ে ঠিক রাখা বা ভেঙে দেয়া সব কাজই স্বামীর অধিকারে রয়েছে। তাছাড়া অভিভাবক যার অভিভাবকত্ব করছে তার সম্পদকে কাউকে প্রদান করা যেমন তার জন্য বৈধ নয়, অনুরূপভাবে তার মোহর ক্ষমা করে দেয়ারও তার অধিকার নেই। এব্যাপারে দ্বিতীয় উক্তি এই যে এর দ্বারা স্ত্রীর পিতা, ভ্রাতা এবং ঐ সব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না। ইবনু 'আব্বাস (রহঃ) 'আলকামা (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) 'আতা (রহঃ) তাউস (রহঃ) যুহরী (রহঃ) রাবী 'আ (রহঃ) যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) ইবরাহীম নাখ 'ঈ (রহঃ) ইকরামাহ (রহঃ) এবং ইমাম মালিক (রহঃ) এবং ইমাম শাফি 'ঈ (রহঃ) -এর পূর্ব উক্তি এটাই। তাঁদের দলীল এই যে ওলী তো তাকে ঐ হকের হকদার করেছে। সুতরাং ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদিও অন্য মালে হেরফের করার তার অধিকার নেই। ইকরামাহ (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ্ ক্ষমা করার অধিকার স্ত্রীকে দিয়েছেন। (তাফসীর তাবারী -৫/১৫০/৫৩১২, সুনান বায়হাক্বী-৫/১৬২/৫৩৬১) সে যদি কার্পণ্য ও মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে তবে তার অভিভাবক ক্ষমা করতে পারে। যদিও স্ত্রী বুদ্ধিমতি হয়। শুরাইহ্ (রহঃ) -ও এই কথাই বলেন। কিন্তু শা ‘বী (রহঃ) যখন অস্বীকার করেন তখন তিনি ঐ উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন যে, এর ভাবার্থ স্বামী। এমন কি তিনি ঐ কথার ওপর মুবাহালা করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَاَنْتَعْفُوْٓااَقْرَبُلِلتَّقْوٰى﴾ ‘তোমাদের ক্ষমা করে দেয়াই ধর্মপরায়ণতার অতি নিকটবর্তী।’ এর দ্বারা স্বামী স্ত্রী দু’ জনকেই বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) , নাখ ‘ঈ (রহঃ) , যাহহাক (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) , রাবি ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) এবং সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতের উল্লিখিত বদান্যতার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দেয়া অথবা মোহরের সম্পূর্ণ অংশ দিয়ে দেয়া। (তাফসীর তাবারী -৫/১৬৫, ১৬৬) অর্থাৎ হয় স্ত্রীই তার অর্ধেক প্রাপ্য তার স্বামীকে ছেড়ে দিবে অথবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মোহরের পরিবর্তে পূর্ণ মোহরই দিয়ে দিবে। অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘তোমরা পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেয়ো না।’ অর্থাৎ তাকে অকর্মন্যরূপে ছেড়ে দিয়ো না বরং তার কর্মসংস্থান করে দাও।

তাফসীরে ইবনু মিরদুওয়াই এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لیأتینَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوض، یَعَضّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي یَدَیْهِ وَیَنْسَى الْفَضْلَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ {شِرَارٌ یُبَایِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ.

জনগণের ওপর এমন এক দংশনকারী যুগ আসবে যে, মু’ মিনও তার হাতের জিনিস দাঁত দিয়ে ধরে নিবে এবং পর¯পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবে। অথচ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন- ‘তোমরা পর¯পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না। নিকৃষ্টতম ঐ সমুদয় লোক যারা মুসলমানের অসহায়তা ও অভাবের সময় তার জিনিস সস্তা মূল্যে কিনে নেয়। (সনদ টি য ‘ঈফ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ধরনের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে এবং প্রতারনার আশ্রয় গ্রহণ করে ক্রয় বিক্রয় নিষেধ করে বলেনঃ

فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَیْرٌ فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخِیكَ وَلَا تَزِدْهُ هَلَاكًا إِلَى هَلَاكِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَحْزُنُهُ وَلَا یَحْرِمُهُ.

‘তোমার কাছে মঙ্গল কিছু থাকলে তোমার ভাইকেও সেই মঙ্গল পৌঁছাও এবং তার ধ্বংসের কাজে অংশ নিয়ো না। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। না তাকে কষ্ট দিবে, না তাকে মঙ্গল হতে বঞ্চিত করবে। (সনদ টি য ‘ঈফ। সুনান আবূ দাউদ-৩/২৫৫/৩৩৮২, মুসনাদ আহমাদ -১/১১৬/৯৩৭)

‘আওন (রহঃ) হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন এবং ক্রন্দন করতে থাকতেন। এমনকি তার চোখের অশ্রুতে দাড়ি সিক্ত হয়ে যেতো। তিনি বলতেনঃ যখন আমি ধনীদের সংস্পর্শে থাকি তখন সদা মনে দুঃখ অনুভব করি। কেননা, যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সে দিকেই সবাইকে আমার চাইতে উত্তম পোশাকে, ভালো

সুগন্ধিতে এবং চমৎকার সোয়ারীতে দেখতে পাই। তবে গরীবদের মজলিসের মন্তব্য বড় আনন্দ পাই। আল্লাহ্ পাক ঐ কথাই বলেন যে, তোমরা একে অপরের উপকারের কথা ভুলে যেয়ো না। কারও কাছে কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে কিছু দিতে না পারলেও অন্তত তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে।

এরপর বলা হয়েছেঃ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ জেনে রেখো যে, মহান আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। তার কাছে তোমাদের কাজ ও তোমাদের অবস্থা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং অতি সত্ত্বরই তিনি প্রত্যেক ‘আমলকারীকে তার ‘আমলের পূর্ণপ্রতিদান প্রদান করবেন।

দৈহিক সম্পর্ক ও মোহরানা ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দৈহিক সম্পর্ক ও মোহরানা ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে তার কোন মোহর দিতে হবে না। শুধু কিছু খরচ দিলেই চলবে। এ খরচ প্রত্যেক স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করবে।

সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা নারীকে কি খরচ দিতে হবে? না শুধু যে স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি এবং মোহরানাও ধার্য করা হয়নি তাকে দিতে হবে। এ বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। ইবনু কাসীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে এ তিনটি মত উল্লেখ করেছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)। সঠিক কথা হলো: কেবল সেসব স্ত্রীদের খরচ দিতে হবে, যাদের মোহরানা ধার্য করা হয়নি এবং দৈহিক সম্পর্কও হয়নি। তবে কতক আলেম সকল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে খরচ দেয়া মুস্তাহাব বলেছেন।

পরের আয়াতে সেসব স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে যাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি কিন্তু মোহর ধার্য করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে তালাক দিলে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। যদি স্ত্রী মাফ করে দেয় তাহলে স্বামী দিতে বাধ্য নয়।

(بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)

‘যার হাতে বিয়ের বন্ধন’ দ্বারা স্বামী উদ্দেশ্য, না স্ত্রীর অভিভাবক উদ্দেশ্য- এ নিয়ে দু’ টি মত পাওয়া যায়। তবে সঠিক কথা হলো স্বামী উদ্দেশ্য। কারণ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে একমাত্র স্বামী, স্ত্রীর অভিভাবকরা নয়। এ ছাড়াও স্ত্রীর অভিভাবকরা স্ত্রীর কোন সম্পদ কাউকে দান বা মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখেনা।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা চার প্রকার:

১. যার মোহর নির্ধারিত, স্বামী তার সাথে দৈহিক সম্পর্কও করেছে, তাকে ধার্যকৃত সম্পূর্ণ মোহর দিতে হবে।

২. যার মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং তার সাথে দৈহিক সম্পর্কও হয়নি তাহলে তাকে কেবল কিছু খরচ দিলেই হবে।

৩. যার মোহর নির্ধারিত, কিন্তু দৈহিক সম্পর্ক হয়নি তাহলে তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।

৪. যার মোহর নির্ধারিত করা হয়নি। কিন্তু দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে তার জন্য মোহর মিসাল দিতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. তালাকপ্রাপ্তা চার প্রকার মহিলার অবস্থা জানতে পারলাম।

২. মহিলা স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহর মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু জোর করে মাফ করে নেয়া যাবে না।